দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 05 APR 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার হাল

নানা সমস্যায় বিজ্ঞান শিক্ষা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে

হাসান হাফিজ ঃ স্কুল কলেজের বেশীরভাগ বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান পড়ার প্রধান লক্ষ্য হল ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। এই লক্ষ্য ঠিক করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের প্রভাব ও চাপ একটি বড় নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। দেশের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, বিজ্ঞান পড়ার পেছনে এক ধরনের সামাজিক প্রতিযোগিতাও রয়েছে। জনসেবার মহৎ লক্ষ্য সামনে রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করা হলেও অভিভাবকদের পেশাগত ও আর্থিক নিরাপত্তাবোধ অনেক ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। বিজ্ঞান কেন পড়ছ? এ প্রশ্নের উত্তরে বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই তাদের মা-বাবা অভিভাবকদের ইচ্ছার কথা বলেছে। বাগেরহাট সদর থানার কেবি ফতেপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে পড়ে রতন কুমার সাহা। সে জানাল, অভিভাবকরা চান, সে জন্য বিজ্ঞান পড়ছি। একই শ্রেণীর ফার্স্ট গার্ল মরিয়ম আক্তার বলল, আমার মোটেই ইচ্ছা না। ভেবেছিলাম আর্টস পড়ব। আমার বড় বোন বিজ্ঞান পড়েছিল। সেই আমাকে উৎসাহিত করেছে। নরসিংদীর ঘোড়াশাল পাইলট হাইস্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ে সাজেদা পারভীন। বিজ্ঞান পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে সাজেদা জানায়, আব্বা আম্মা আমাকে ডাক্তার বানাতে চান। আমারও তাই ইচ্ছা।

বিজ্ঞানে এসএসসি পাস করার পর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী আর বিজ্ঞান পড়ে না। কলা ও বাণিজ্যে চলে যায় তাদের বেশীরভাগ। এদের মধ্যে ভাল ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের অনিচ্ছা যে কত প্রবল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন তথ্যে। কুমিল্লা বোর্ডের ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ২৩০। তাদের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়েছে মাত্র ১২ হাজার ৪৭৯ জন। তার মানে দাঁড়াল, প্রায় ২৮হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান পড়া ছেড়ে দিল। প্রায় একই ধরনের চিত্র পাওয়া যাবে দেশের অন্যত্রও। প্রতি বছর কেন এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান পড়া ছেড়ে দিচ্ছে? বিজ্ঞানের প্রতি তাদের অনাগ্রহের কারণ কি? তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, বিজ্ঞান পড়ার অধিক ব্যয়, কম পরিশ্রমে পাস করার হাতছানি, বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সীমিত সুযোগ, সর্বোপরি পাস করার পরও

(আটের পাতায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পাতার পর)

নানা সমস্যায় বিজ্ঞান শিক্ষা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে

কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে এটা ঘটছে।

দেশের শিক্ষার্থীর বিপুল অংশ আসে অবচ্ছল পরিবার থেকে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যয়বহুল পড়াশোনার খরচ যোগানো তাদের পক্ষে কষ্টকর। মেধাবী ছাত্র হলেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। শিক্ষার্থীর সংখ্যা যে হারে বেড়েছে, ছাত্র বৃত্তির সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ কোনটাই সে তুলনায় বাড়েনি।

পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও ভর্তি হওয়ার গ্যারান্টি নেই। এসএসসিতে স্টার মার্কস পেয়েও কলেজে ভর্তি হতে পারেনি এরকম শিক্ষার্থীও আছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দেশের মেডিক্যাল কলেজসমূহের ভর্তি পরীক্ষায়ও এ বক্তব্যের জোরালো সমর্থন রয়েছে। নতুন পাঁচটিসহ মোট ১৩টি মেডিক্যাল কলেজের আসন সংখ্যা এক হাজার ৩২৫। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে প্রায় ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী। ডাক্তার হওয়ায় স্বপ্নভঙ্গে হতাশ বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান আর পড়বে না। সীমিত সংখ্যক ডিগ্রী কলেজ ও চাহিদার তুলনায় আরো কম সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ঠাঁই দিতে পারবে না। তাদের এই নৈরাশ্য পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সংক্রমিত হওয়ার একটি ধারা গড়ে উঠছে।

যোগ্যতা মেধা থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত বলে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পছন্দসই বিষয়ে পড়াশুনা করতে পারে না। ফলে মেধার অপচয় ঘটছে, জাতিও যোগ্য সন্তানদের অবদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের নীতি হল বাজার অর্থনীতি। কিন্তু জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনো সে লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটেনি।

মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর কলেজের অধ্যক্ষ শাহাদত হোসেন বললেন, এসএসসি'র বিজ্ঞান সিলেবাস ও এইচএসসি'র সিলেবাসে কোন মিল নেই। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞানভীতির কারণগুলোর মধ্যে এটিও একটি। সিঙ্গাইর থানা থেকে যারা বিজ্ঞানে এসএসসি পাস করে, তদাদের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল তারা সাভার ও ঢাকায় পড়ে। অবশিষ্টদের প্রায় সবাই কলেজে ভর্তি হয় মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে। তিনি জানান, সিঙ্গাইর কলেজে কলা ও বাণিজ্যে স্নাতক আছে, কিন্তু বিজ্ঞানে নেই। মূলত ছাত্রছাত্রীর অভাবেই বিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রী খোলা সম্ভব হয়নি এখনো পর্যন্ত। যদিও গোটা সিঙ্গাইর থানায় এটিই একমাত্র কলেজ। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি এখনো বেসরকারীই রয়ে গেছে।

অধ্যক্ষ জানান, বিজ্ঞান শিক্ষার যে পলিসি অনুসৃত হচ্ছে তা বাস্তবানুগ ও দেশের চাহিদার উপযোগী নয়। দেশে আরো মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, বিজ্ঞানে অনার্স পড়া যায় এমন কলেজের সংখ্যা আরো বেশী হলে ছাত্রছাত্রীরা এতটা নিরুৎসাহিত হত না। বিজ্ঞানে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ধরে রাখা, আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য তিনি বিনা বেতনে পড়ার বন্দোবস্ত, ছাত্র বৃত্তির সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ বাড়ানোর কথা বলেছেন।